PK
FILMS
প্রদীপ কুমার
প্রযোজিত
রায় বাহাদুর
Sunil Sen

# প্রদীপ কুমার

প্রযোজিত

# রায় বাহাদুর

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কাহিনী | ... | আনন্দকিশোর মুন্সি | ব্যবস্থাপনায় | | দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও দীননাথ শর্মা |
| সুরশিল্পে | ... | সলিল চৌধুরী | সম্পাদনা | ... | রাজ তলোয়ার |
| চিত্রশিল্পে | ... | এম্ রামচন্দ্র। | রূপসজ্জা | ... | এস. বি. কারেকার |
| দৃশ্য পরিকল্পনা | ... | মৃগেন রায় | সাজসজ্জা | ... | রাজারাম |

প্রধান কর্মসচিব—**নারায়ণ গুহ**

সহকারী

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পরিচালনা | | সুরেশ হালদার, মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তি | রূপসজ্জা | ... | আম্বাজী রাউত |
| চিত্রশিল্পে | .... | গিরীশ কার্ভে | ব্যবস্থাপনায় | ... | জোয়েব ছট্টু |
| সম্পাদনা | ... | বিনু প্যাটেল, আর. কৃষ্ণ | স্থিরচিত্র | ... | রোড ষ্টিল ফটো |

ভূমিকায় :—মালা সিন্‌হা, রেনুকা দেবী, সবিতা চ্যাটার্জী (বোম্বে), রাকা ভাদুড়ী, জহর গাঙ্গুলী, জীবেন বসু, জহর রায়, ভানু বন্দোপাধ্যায়, সমর রায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, কেষ্ট মুখার্জী, আদিত্য ঘোষ, মুকুন্দ ব্যানার্জী ও অতিথিশিল্পী—কুমকুম্

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—মোবিলিটী, দি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, শ্রীহীরা সিং, শ্রীওম প্রকাশ, শ্রীবাবুরাও প্যাটেল

একমাত্র পরিবেশক মুভীমায়া প্রাইভেট লিমিটেড—৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

# কাহিনী

বি, কম্ পাশ করে প্রকাশ বোম্বাইতে এদিক ওদিক কত চেষ্টা করলো—কিছুই পেলো না। আর কতদিন দিদি আর জামাই বাবুর বোঝা হয়ে থাকবে। জামাইবাবুর মোটর কারখানার কারিগর ভানু দিল পরামর্শ—রাস্তায় পেরেক পুঁতে রায়বাহাদুর মথুরা প্রসাদ সিংহের গাড়ী বিগড়ে আলাপ জমাতে। রায়বাহাদুরের অনেক প্রতিষ্ঠান। হয়তো প্রকাশের কিছু হয়ে যাবে। রায়বাহাদুরের নাতনী মীনা কিন্তু তার এই অভিসন্ধি বুঝতে পেরে মিথ্যে চাকরীর লোভ দেখিয়ে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত দৌড় করিয়ে ছাড়লো। প্রতারিত প্রকাশ রায়বাহাদুরের পয়সায় ২০০০৲ টাকায় এক অল্ ইণ্ডিয়া টিকিট কিনে—যথাসময়ে সেটি রিফাণ্ড করে বোম্বে ফিরে এল। মীনা কিন্তু এক চিঠি পেলো। অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে সে জানিয়েছে মীনা সাহায্য না করলে তার ভারত ভ্রমণ সম্পূর্ণ হতো না। রায়বাহাদুর চিৎকার করে বলেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে বরখাস্ত করবো—মীনা বলে তুমিই তো লিখেছো যেখানে যেতে চায় সেখানকার টিকিট কেটে দিতে। ফেটে পড়েন রায়বাহাদুর। মীনা বলে প্রকাশবাবুর জোচ্চুরী ম্যানেজার বুঝবে কি করে। রায়বাহাদুরের পুরোনো চাকর গোবিন্দ বলে অমন ফুট্‌ফুটে চেহারা কি জোচ্চর হয়।

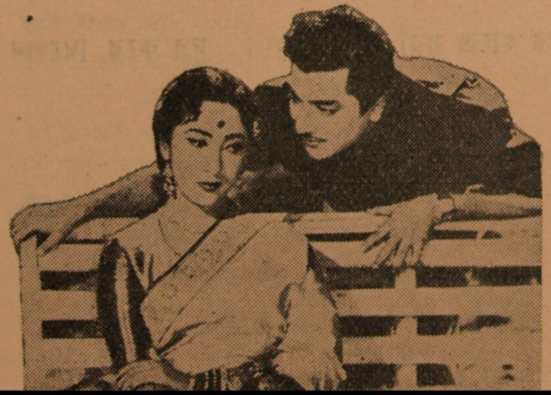

দিদি চমকে ওঠেন অপরিচিত অবাঙ্গালী ভদ্রলোককে একেবারে বাড়ীর ভিতর আসতে দেখে। দিদির হাতে লাঠি দেখে প্রকাশ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে

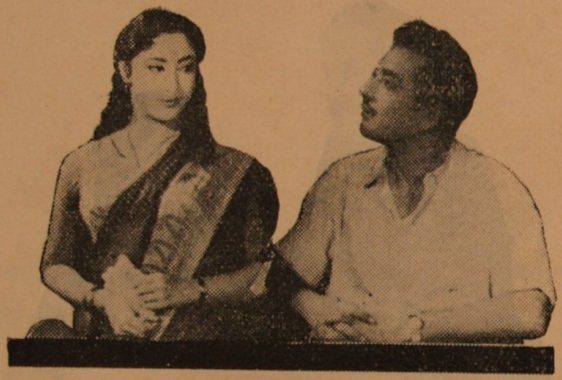

ওঠে। ভানু এসে বলে—ভারতভ্রমণ করছে কিনা—তাই এই ছদ্মবেশে একবার রায়বাহাদুরের নাতনীকে দেখতে যাবে।

মীনা আবার চিঠি পায়—আগ্রা থেকে প্রকাশ পাঠিয়েছে। মীনা বন্ধু সমীর এবং বান্ধবী রেবার অনুরোধে ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবে আবুহোসেন দেখতে এলে—কিন্তু এ কে আবুহোসেন সেজেছে ?

সন্দেহ দূর করতে সাজঘরে প্রকাশের সঙ্গে দেখা করতে এলো এবং পারলো কিন্তু বাকী টাকা মেটাবার জন্যে সে পেল চাক্‌রী। মাসে মাসে মোহনলালকে দেখে সন্দেহ আরও বাড়লো। ভানু সে যাত্রা কোনরকমে প্রকাশকে বাঁচালো। কিন্তু মোহনলাল ধরা পড়ে গেল মীনার কাছে। রায়বাহাদুর টাকা ফেরৎ চাইলেন—হাজার টাকা প্রকাশ ফেরৎ দিতে টাকা শোধ করতে লাগলো এবং ধীরে ধীরে রায়বাহাদুরের অত্যন্ত প্রিয় সেক্রেটারীতে রূপান্তরীত হ'ল।

দিন যায়—প্রকাশ ও মীনা খুব কাছাকাছি এসে পড়ে—তারা রায়বাহাদুরের হাতে ধরা পড়ে গেল। দূর করে দিলেন তিনি প্রকাশকে। কিন্তু রায়বাহাদুরের শাসন কি তারা মেনে নেবে ?

———:———

# সঙ্গীত

১

ওগো কে
কে ডাকো আমায়
দু বাহু বাড়ায় ...ওগো কে
তারায় তারায় আকাশে
বাতাসে ফুলের গন্ধ হয়ে ...কে এ এ
বড়ই বাঁধনে বাঁধা আছি
ছাড়িতে চাহি তারে ছাড়াতে গেলে
ব্যথা বাজে প্রাণে
তবু কুলহারা নদীরো গানে গানে ...কে এ এ
কি যেন হারায়ে ভুলে গেছি
শুধু যে মনে পড়ে মনের বীণায়
ছিঁড়ে ছিল তার
আজও হারানো স্মৃতিরও ব্যথা হয়ে ...কে এ এ



যায় দিন এমনি যদি যাকনা
হিসাবের খাতার পাতা
অঙ্কবিহীন থাক পরে থাকনা
কি যে এক পাগলা হাওয়া
আমায় নিয়ে ভাসিয়ে বেড়ায়
সঞ্চয় যা করি তা
ধুলার মাঝে ছড়িয়ে বেড়ায়
কে আপন কেইবা আমার পর ভুলে যাই
খুলে যায় আপনা হতে
কুণ্ঠিত মোর সঙ্কোচেরি ঢাকনা
এ জীবন সাগরে মোর চেতনা এক দ্বীপের মত
দেখে যায় দুঃখ সুখের
ঢেউয়ের ওঠা পড়া কত
আমি এক তৃণের ক্ষুদ্র
আলিঙ্গনে হারিয়ে গেছি
এ বিপুল বিশ্ব আমার
নিঃস্বতাতেই ছাড়িয়ে গেছি
নিশিদিন বর্ষ ঢলে যায় মনে হয়
এ আমার অনন্ত প্রেম মুহূর্ত্তেরই মাঝে ধরা থাকনা

৩

আহা কি রূপ
মরি চঞ্চল চিত্তে উদ্বেল ঢেউ তুলে যৌবন নায়
…কে যায়।
সঞ্চারিণী লতা পল্লবিণী
আহা দুইটী মুকুল তার
সুরভী ছড়ায় …কে যায়
আকাশে যায় চমকি
বন হরিণী দাঁড়ায় দেখে থমকি
তার রূপের শিখা যেন ক্ষণপ্রভা।
মানে না বাধা বাঁধনে
যেন তটিনী দুকুল ভাসে প্লাবনে
ওসে উতলা উছল প্রাণ রসধারায়
ছল ছল ছল শত কঠিন উপল
তার নৃত্য প্রবাহে পথ ছেড়ে সরে যায় …কে যায়
জানি না কোন কারণে
মন মানে না বাধা আজ বারণে
হয়ে যেতে উধাও চায় মনের ময়ূর।
চরণে নুপুর বাজে
রুনু ঝুনু ঝুনু
ভ্রমরা গুণ গুণ
তার গান ভুলে যায় …কে যায়।

৪

রাত কুহেলী ছড়ানো
পথ সুদূরে হারানো
সাথী যদি সে আসে কাছে
সুরে সুরে মন ভরানো।
ঐ মহাকাশ বুঝি
যুগ যুগ ধায় খুঁজি
কবে তুমি আমি যাবো বলে
এত তারা দিয়ে ভরানো।
যা কিছু যায় পিছে
আজ মনে হয় মিছে
শুধু দুজনার আঁখি দিয়ে
রঙ্গে রসে মন ভরানো॥

৫

ওগো সবই পেয়েছি তবু
সবই যেন হারায়ে গেছে
এত তারা আকাশে তবু
দুটী আঁখি তারা কোথা যে।
হায় কোন সে ক্ষণে মম মৌমাছির গুঞ্জরণে
এই মন দিয়েছি কারে কে জানে
এই মন ভরেছে কুহু কুহু কোকিলা কুঞ্জরণে
তবু মন কেঁদেছে কেন কে জানে
তারবিহীন কাঁদে একতারা যে !
এত আপন তবু ধরা দিয়ে দেয়না ছোঁয়া
আমায় ভোলালো এ কোন মায়ায়
মধুর স্বপন নয়নে ভরে যে ধরে না কায়া
জীবন ঢেকেছে তারই ছায়ায়
অশ্রুবিহীন ঝরে আঁখি তারা যে

৬

রাত কুহেলী ছড়ানো
পথ সুদূরে হারানো
সাথী ছিল যে গেছে ফিরে
সুরে সুরে মন ভরানো।
দূর দূর দূর থেকে
যায় সে গো যায় ডেকে
বলে ওরে আর ফিরিবেনা
মিছে কেন মন হারানো।
যা যারে যা পাখী
আর কিছু নাই বাকী
পথে যেতে নিভে গেছে আঁখি
বাঁকী শুধু আঁখি ঝরানো॥

এল. বি. প্রোডাকসন্সের

# খাতা

শ্রেঃ সাবিত্রী • প্রবীর • মিহীর • নিতীশ

নবদ্বীপ • পদ্মা • মোঃ তিলোক

পরিচালনা: বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত: প্রবীর গুপ্ত

প্রচার অঙ্কনে ব্রাইটস্পট